দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যশোরে পানিবন্দী ১৬৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান ব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস । টানা বর্ষণের পর জলাবদ্ধতায় যশোরের মণিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলার অন্তত ১৬৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এতে শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ ও শ্রেণীকক্ষ তলিয়ে যাওয়ায় পাঠদানের উপযোগী পরিবেশ নেই। তবে এখনও বন্ধ ঘোষণা হয়নি। জোড়াতালি দিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষকরা বলছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিবন্দী হওয়ায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ক্লাসে পাঠাতে নিরুৎসাহিত করছেন অভিভাবকরা। এজন্য ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। তবুও সমাপনী ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খোলা রাখা হয়েছে।

শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, মণিরামপুরে প্রাথমিক পর্যায়ের ২৯টি ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪৪টি স্কুল ও মাদ্রাসা, কেশবপুর উপজেলায় প্রাথমিক পর্যায়ের ৫৭টি ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৬টি স্কুল কলেজ এবং অভয়নগর উপজেলায় প্রাথমিক পর্যায়ের ১৪টি ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাঠে পানি উঠেছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষও পানিবন্দী থাকায় পাঠদানের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। পানিবন্দী প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা জেলা শিক্ষা অফিস থেকে জেলা প্রশাসক, শিক্ষা অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তারা। কেশবপুর উপজেলার হাবাসপোল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কার্তিক চন্দ্র সাহা বলেন, স্কুল মাঠে হাঁটুজল। ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসতে পারছে না। অভিভাবকরাও ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসতে নিরুৎসাহিত করছেন। পাঠদানের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে স্কুল। তারপরও পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনীর প্রস্তুতির ক্লাস নেয়া হচ্ছে নিয়মিত। কেশবপুরের মূলগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তাপস রায় বলেন, ৫-৭টি পরিবার স্কুলঘরে আশ্রয় নিয়েছে। এতে স্কুলের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। মণিরামপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আকরাম হোসেন খান বলেন, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষে পানি উঠেছে সেখানে ক্লাস হচ্ছে না। ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা সাময়িক ক্লাস বন্ধ করে দিয়েছে। পানি নেমে গেলেই সেখানে ক্লাস শুরু হবে।

যশোরের জেলা শিক্ষা অফিসার আমিনুল ইসলাম টুকু বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়নি। তবে জলাবদ্ধতার কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বলেন, পানিবন্দী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা করা হয়েছে। সে তালিকা জেলা প্রশাসক, জনপ্রশাসনমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।